প্রিয় সন্তান তোমার প্রতি

শায়খ মুহাম্মাদ আজীম হাসিলপুরী হাফি.

ভাষান্তর :
মুফতি মুস্তাফিজুর রহমান

NEON

প্রিয় সন্তান তোমার প্রতি

মূল লেখক: শায়খ মুহাম্মাদ আজীম হাসিলপুরী হাফি.
ভাষান্তর: মুফতি মুস্তাফিজুর রহমান

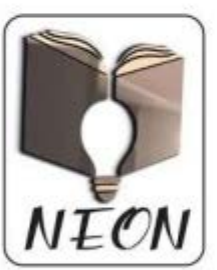

নিয়ন পাবলিকেশন

সূচিপত্র

০১.	হযরত আদমের আ. নিজের পুত্রকে উপদেশ	১৬
০২.	সাইয়্যিদুনা নূহ আ. এ স্বীয় পুত্রের প্রতি উপদেশ	১৭
০৩.	হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সন্তানদের উপদেশ	১৮
০৪.	হযরত ইয়াকুব আ. এর সন্তানদের প্রতি উপদেশ	১৯
০৫.	সাইয়্যেদুনা উমর বিন আবু সালামা রা. এর প্রতি রসুল সা. এর উপদেশ	২১
০৬.	সাইয়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. এর প্রতি রসুল সা.এর উপদেশ	২২
০৭.	সাইয়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. এর প্রতি নবীজি সা. এর উপদেশ	২৪
০৮.	সাইয়্যিদুনা আলী রা. এর প্রতি নবীজি সা. এর উপদেশ	২৫
০৯.	সাইয়্যিদুনা আনাস রা. এর প্রতি নবী করিম সা. এর উপদেশ	২৬
১০.	সাইয়্যিদুনা উম্মে সুলাইম রা. এর নিজ সন্তানের প্রতি উপদেশ	২৭
১১.	সাইয়্যিদুনা মুআয বিন জাবাল রা. এর নিজ গোলামের প্রতি উপদেশ	২৮
১২.	সাইয়্যিদুনা আবু দারদা রা. এর নিজ সন্তানের প্রতি উপদেশ	২৯
১৩.	সুলাইমান রা. এর নিজ সন্তানের প্রতি উপদেশ	২৯
১৪.	সুলাইমান বিন দাউদ রাহ. এর নিজ সন্তানের প্রতি উপদেশ	৩০
১৫.	বাচ্চাদের জন্য ইমাম গাজালী রহ. এর উপদেশ	৩১
১৬.	নিজ সন্তানদের প্রতি লুকমান হাকিমের উপদেশমালা	৩২
১৭.	হে পুত্র, শিরক করো না	৩৪
১৮.	পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো	৩৬
১৯.	হে ছেলে! মনে রেখ, আল্লাহ সবকিছু জানেন	৩৯
২০.	হে ছেলে! নামাজের প্রতি যত্নবান হও	৪০
২১.	সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ কর	৪১
২২.	হে ছেলে! বিপদে ধৈর্য ধারণ কর	৪৩
২৩.	মানুষের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা	৪৪
২৪.	হে ছেলে! কখনো অহংকার করো না	৪৫
২৫.	হে ছেলে, সর্বদা মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে	৪৬
২৬.	হে ছেলে! উচ্চ স্বরে কথা বলবে না	৪৭
২৭.	হে ছেলে! সর্বদা আল্লাহর কাছে তওবা কর	৪৮

২৮.	হে ছেলে! উত্তম সঙ্গী গ্রহণ কর	৪৯
২৯.	সর্বদা আল্লাহর উপর ভরসা রাখ	৫১
৩০.	প্রিয় সন্তান! সুস্থতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন নেয়ামত নেই	৫২
৩১.	হে ছেলে! প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর	৫৩
৩২.	হে ছেলে! মূর্খদের এড়িয়ে চলো	৫৪
৩৩.	হে ছেলে! মানুষকে বন্ধু করো শত্রু করো না	৫৪
৩৪.	হে ছেলে! কখনো মিথ্যা বলো না	৫৫
৩৫.	হে ছেলে! জানাযার নামাজ হলে উপস্থিত থেকো	৫৬
৩৬.	হে ছেলে! একেবারে উদর পূর্তি করে খেয়ো না	৫৭
৩৭.	হে ছেলে! মেজাজ স্বাভাবিক ও নিয়ন্ত্রনে রেখো	৫৮
৩৮.	হে ছেলে! আলেম-ওলামা ও বিজ্ঞজনদের মজলিসে উঠাবসা করো	৫৮
৩৯.	হে ছেলে! জবানকে নিয়ন্ত্রনে রাখো	৫৯
৪০.	হে ছেলে! তোমার আমলকে লৌকিকতা থেকে পবিত্র রাখো	৫৯

প্রারম্ভিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

পিতা-মাতার প্রতি আবেদন

মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী-

"হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোজখ থেকে রক্ষা কর, মানুষ ও প্রস্তর যার ইন্ধন হবে, যাতে নির্মমহৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ নিয়োজিত আছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যা আদেশ করেন তারা তা অমান্য করে না। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে"(সূরা ৬৬:তাহরীম আয়াত:৬)

সাইয়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত রাসলুল্লাহ সা. বলেছেন:
"যখন তোমাদের সন্তানরা সাত বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দিবে এবং তাদের বয়স যখন দশ বছর হবে তখন (নামায না পড়লে) এজন্য তাদেরকে মারপিট করবে এবং তাদের (ছেলে-মেয়েদের) বিছানা পৃথক করে দিবে" (আবু দাউদ:৪৯৫, মুসনাদে আহমাদ:২/১৮৭)

হযরত মুহাম্মাদ সা. বলেন:
"যে ব্যক্তি তিনজন মেয়েকে লালন-পালন করবে, তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে এবং তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করবে, অতঃপর তাদের সাথে ভালো ব্যবহার বজায় রাখবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত"। (আবু দাউদ:৫১৪৭ সহীহ)

উল্লিখিত কুরআনের আয়াত ও নবীজির সা. হাদীসগুলো এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, জন্মের পর বাচ্চার কানে আযান দেওয়া, সপ্তমদিনে ভালো নাম রাখা, মাথা মুণ্ডনো, আকিকা করা এবং ছেলের খতনা ও অন্যান্য কাজ করা যেমন সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য; তেমনি পিতা-মাতার গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল, সন্তানদেরকে শিষ্টাচার ও ইসলামী শিক্ষা দেওয়া।

আরো কর্তব্য হল,বাল্যকালেই কুরআন মাজীদ শিক্ষা দেওয়া, ইসলামের মৌলিক বিষয়, বিধি-বিধান ও আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়ে আমলে অভ্যস্ত করানো। পানাহার, ঘুমানো ও জাগ্রত হওয়ার সুন্নত; উঠা-বসা, চলা-ফেরা এবং পারস্পরিক সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া।

পিতা-মাতা এ বিষয়গুলোর প্রতি যথার্থ গুরুত্বারোপ করবেন, যেমন হযরত জাবের রা. গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি সন্তানদের শিক্ষাদিক্ষার জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন বিধবা নারীকে বিবাহ করেছিলেন।

হযরত জাবের রা. বলেন, রাসূলে আকরাম সা. আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, **"বিয়ে করেছ? বললাম জি-হ্যাঁ। তিনি সা. বললেন, কুমারী না পূর্ব-বিবাহিতা? আমি বললাম পূর্ব-বিবাহিতা। তিনি সা. বললেন, কুমারী করলে না কেন? তুমি তার সাথে আমোদ-প্রমোদ করতে আর সেও তোমার সাথে আমোদ-প্রমোদ করত। আমি বললাম , হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন এবং আমার নয়টি বোন রেখে যান। (এক রেওয়ায়েতে ছয়টি বোনের উল্লেখ আছে) । তাই আমি অনভিজ্ঞ কোন মহিলাকে ঘরে আনা পছন্দ করিনি বরং এমন অভিজ্ঞ মহিলা বিয়ে করেছি যে তাদেরকে চিরুনি করে দিবে, তাদের দেখাশোনা এবং লালন-পালন করবে। নবী করীম সা.বললেন, তুমি ঠিক কাজই করেছ।** (বুখারী শরীফ:২৩০৯)

বাচ্চাদেরকে কীভাবে কী শিক্ষা দিতে হয় এ ব্যাপারে খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান তার ছেলের শিক্ষককে বলেছিলেন, "আপনি বাচ্চাদের যেমন কুরআন মাজীদ শিখান তেমনি সত্য বলাও শিখান। বাচ্চাদেরকে নিম্নশ্রেণীর লোকদের সাথে মিশতে দিবেন না কেননা তারা অভদ্র হয়ে থাকে এবং তাদের মধ্যে তাকওয়া থাকে না।

বাচ্চাদেরকে চাকর-বাকরদের থেকেও দূরে রাখবেন, এরাও বাচ্চাদের নষ্টের কারণ হয়। বাচ্চাদেরকে গোশত খাওয়ান যাতে তারা শক্তিশালী হয়। তাদেরকে কবিতা পড়ান যেন তারা শান-শওকত ও উচ্চমর্যাদা অর্জন করে। তাদেরকে মেসওয়াক করতে বলুন, পানি ঢকঢক করে পান না করে চুষে চুষে পান করতে বলুন।

কখনো যদি তাদেরকে শাস্তি দিতে হয় তাহলে সেটাও পর্দার আড়ালে হতে হবে। গোপন কথা ফাঁসকারির সামনে বাচ্চাকে শাস্তি দিবেন না অন্যথায় সে তার দৃষ্টিতে হীন হয়ে যাবে। (আত তারবিয়্যাতুল ইসলামিয়াহ: ১৩০)

এই বিশেষ উপদেশে খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান শুধু ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখেন নি বরং শারীরিক, চারিত্রিক বিষয় এবং পারস্পরিক কথা-বার্তা ও আচার-আচরণের প্রতিও লক্ষ্য রেখেছেন।

হিশাম বিন আব্দুল মালিক রহ. তার পুত্রের শিক্ষক "সুলাইমান কালবী"কে বলেছিলেন, আমার পুত্র আমার নয়নমনি, তার শিক্ষা-দিক্ষার জন্য আপনাকে নির্বাচন করেছি সুতরাং আল্লাহর ভয় নিয়ে তাকে শিক্ষা দিন। আমানতের হক আদায় করুন। আমি আপনাকে বিশেষভাবে বলতে চাই যে, সর্বপ্রথম তাকে কুরআন মাজীদ শিক্ষা দিবেন এরপর শ্রেষ্ঠ কবিতাসমগ্র শিক্ষা দিয়ে তৃপ্ত করবেন তারপর তাকে আরবদের নির্বাচিত কবিতাসমূহ শিখাবেন। হালাল-হারামের সুন্দর-সুন্দর বাছাইকৃত মাসআলা-মাসায়েল এবং বক্তৃতামালা ও ধর্মযুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত করবেন। (আত তারবিয়্যাতুল ইসলামিয়াহ: ১৪২)

বাচ্চাকে উস্তাদের নিকট সোপর্দ করে অনুগত করে দেওয়া হয়। কাজেই বাচ্চাকে শুধু কুরআন মাজীদ পড়া শিখানো, সাহিত্য ও কবিতা শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষকের যথেষ্ট নয়। বাচ্চা যেন মুত্তাকী ও পরহেযগার, সৎ ও সদাচারী হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

লেন-দেনের পরিচ্ছন্নতা, উত্তম চরিত্র ও শিষ্টাচারিতা, ইসলামী বিধি-বিধান ও আকীদা এ বিষয়গুলো যেমন তাকে শিক্ষা দিতে হবে তেমনি এসব মহৎ গুনে অবশ্যই তাকে গুণান্বিত করতে হবে।

যদি এ সবগুলো গুনে তাকে বৈশিষ্টমণ্ডিত করা সম্ভব না হয় তবে কমপক্ষে ইসলামী বিধি-বিধান মান্যতা ও তাকওয়ার চাল-চলনে তাকে আলোকিত করতে হবে। নেক ও যোগ্য শিক্ষক খুঁজতে আমাদের পূর্বপুরুষগণ দূর-দূরান্তে সফর করতে এবং সম্পদ ব্যয় করতে সদা প্রস্তুত থাকতেন।

ইবনে সীনা বলেন, বাচ্চার শিক্ষক হবেন জ্ঞানী, ধার্মিক, চারিত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে অবগত। শিশুদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে দক্ষ । তিনি হবেন ব্যক্তিত্ববান, সুবিচারক ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী। বাচ্চাদের সাথে শিক্ষক কম হাস্যরস করবেন। তিনি গাম্ভীর্যহীন চটুল স্বভাবের হবেন না আবার গোমরামুখীও হবেন না বরং তিনি হবেন সদা হাস্যোজ্বল ও প্রাণবন্ত।

উতবাহ্ বিন আবু সুফিয়ান রহ. তার সন্তানদের শিক্ষককে বলেছিলেন: হে আব্দুস সামাদ! সর্বপ্রথম আপনাকে আত্মসংশোধন করতে হবে কেননা ছেলেদের দৃষ্টি আপনার প্রতি নিবদ্ধ থাকে। যেটাকে আপনি ভালো মনে করেন তারাও সেটাকে ভালো মনে করে অনুরুপ আপনার নিকট যা খারাপ তাদের কাছেও তা খারাপ। তাদেরকে কুরআন মাজীদ শিক্ষা দিন, চরিত্রগঠনমূলক কবিতা শিখান। তাদের সামনে মৌলিক বিষয় আলোচনা করবেন বেশী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন না কেননা তা বিচক্ষণতা ও অনুধাবন শক্তির উৎকর্ষতা কমিয়ে দেয়।

তাদেরকে আমার ভয় দেখাবেন, আমার অনুপস্থিতিতে তাদেরকে শাস্তি দিবেন। অভিজ্ঞ ডাক্তার যেমন রোগ নির্ণয় না করে রোগীকে ঔষধ দেয় না আপনাকেও তেমন হতে হবে। আমার কোন ওযরের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না কেননা আমি আপনার দেখভাল ও নজরদারির উপর আস্থাশীল। তাদের জন্য যেমন পরিশ্রম করবেন তেমনিই বেতন চাবেন ইনশাআল্লাহ আপনার বেতন বৃদ্ধি করতে থাকব। (নসীহাতুল মুলূক-১৭২)

আবু শামাহ্ শাফেয়ী রহ. একজন আদর্শ শিক্ষকের বৈশিষ্ট্যের সারমর্ম এভাবে বর্ণনা করেনঃ "একজন আদর্শ শিক্ষকের কর্তব্য হলো,প্রথমে নিজেকে শুধরানো কেননা বাচ্চাদের চোখ-কান তার প্রতি নিবদ্ধ থাকে। শিক্ষকের দৃষ্টিতে যা ভালো, তাদের কাছেও তা ভালো লাগে আর তার নিকট যা খারাপ তারাও সেটাকে খারাপ মনে করে।

দরস দিতে বসার সময় ভাবগাম্ভীর্য নিয়ে বসবে, ভয় দেখিয়ে শিক্ষা দিবে, বেশি মারধর করবে না। তাদের সামনে কারো সাথে হাস্যরস করবে না। মিথ্যা, গীবত চোগলখুরির ঘৃণ্যতা বর্ণনা করবে। অভিভাবকদের কাছে বেশি বেতন চাবে না"।

হযরত আদম আ.–এর নিজের পুত্রকে উপদেশ

সাইয়্যিদুনা আদম আ.-এর এক পুত্রের নাম ছিল শীষ আ.। হাবিল নিহত হওয়ার পর উত্তম বদলা হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তাকে এ সুপুত্র দান করেছিলেন–এজন্য তিনি পুত্রের নাম রেখেছিলেন শীষ। "শীষ" অর্থ আল্লাহর দান।

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক রহ. বর্ণনা করেন, যখন সাইয়্যিদুনা আদম আ.-এর মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে আসল। তিনি স্বীয় পুত্রকে ওসীয়ত করলেন, রাতে ও দিনে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর। তিনি এক মহাপ্লাবনের ভবিষ্যত বাণীও করলেন। অর্থাৎ নুহ আ. এর তুফানের ভবিষ্যৎ বাণী করলেন।

বলা হয়, বর্তমান মানব জাতি সকলের বংশধারা হযরত শীষ আ.-এর সাথে যুক্ত। হযরত আদম আ.-এর অন্যান্য সন্তানদের বংশধারা অবশিষ্ট নেই। হযরত আদম আ. স্বীয় পুত্র শীষ আ.-কে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার উপদেশ দিয়েছিলেন। প্রত্যেক নবীর দাওয়াত প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক।[১]

❁❁❁

[১] সূরা নাহল:৩৬

সাইয়্যিদুনা নূহ আ.-এর স্বীয় পুত্রের প্রতি উপদেশ

সাইয়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট বসে ছিলাম, এক গ্রাম্য লোক আসল। লোকটি রেশমী জুব্বা পরিহিত ছিল, জুব্বার কিনারায় রেশমের কারুকার্য করা ছিল।

(সাহাবীদের প্রতি লক্ষ্য করে) সে বলতে লাগলেন, তোমাদের সাথী (মুহাম্মাদ সা.) প্রত্যেক বকরীর রাখাল ও তাদের সন্তানদেরকে উন্নত এবং প্রত্যেক অশ্বারোহী ও তাদের সন্তানদেরকে অবনত করতে চাচ্ছেন।

হুযুর সা. তার বুকের কাপড়ের অংশ টেনে বললেন, (তুমিই বল) তুমি কি বেকুবদের মত কাপড় পরনি?

অতঃপর তিনি বললেন, "আল্লাহর নবী নূহ আ. মৃত্যুর সময় তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে দুটি জিনিস পালন করার অসিয়ত করছি এবং দুটি জিনিস থেকে নিষেধ করছি। আদেশ করছি-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর (যিকিরের)।

যদি সাত আসমান ও সাত জমিনকে এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাখা হয় তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর পাল্লা (ওজনে) ভারি হবে।

যদি সাত আসমান ও সাত জমিন একটি অবিচ্ছেদ্য গোলাকার বৃত্ত হত তবে ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" উভয়টিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতো।

আদেশ করছি- "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী" যিকির করতে। কেননা এটি প্রতিটি সৃষ্টির তাসবীহ, এর বরকতেই সমগ্র সৃষ্টিরাজি রুজি তথা জীবিকা পেয়ে থাকে।

নিষেধ করছি- শিরক এবং অহংকার করা থেকে । ইবনে উমর রা. বলেন,

> হে আল্লাহর রাসূল! শিরক সম্পর্কে তো আমরা অবগত কিন্তু অহংকার দ্বারা কী উদ্দেশ্যে? কারো জুতা সুন্দর হওয়া, জুতার ফিতা সুন্দর হওয়া? তিনি সা. বললেন, না। আমি বললাম, কারো কাছে যদি জোড়া পোশাক থাকে আর সে পরিধান করে: এটা কি অহংকার? তিনি সা. বললেন, না। আমি বললাম: কারো কাছে আরোহনের প্রাণী থাকা (অহংকার)? তিনি (সা.) বললেন,"না"। আমি বললাম: কারো বন্ধু থাকা, যে বন্ধু তার নিকটে এসে বসে (এটা কি অহংকার)? তিনি সা. বললেন: "না"। আমি অনুরোধ করে জানতে চাইলাম: হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে অহংকার কী? তিনি সা. বললেন: অহংকার হল, সত্যকে দম্ভভরে প্রত্যাখান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।[২]

❋❋❋

হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সন্তানদের প্রতি উপদেশ

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

> এবং ইবরাহীম ও ইয়াকূব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, হে পুত্রগণ! আল্লাহই তোমাদের জন্য এ দীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ করো না।[৩]

হযরত ইবরাহীম আ. এবং হযরত ইয়াকুব আ. নিজেদের সন্তানদেরকে দীন-ইসলামের অনুসরণ ও ইসলামের বিধি-বিধাননুযায়ী জীবন-যাপন করার নির্দেশনা দিয়েছেন।

তারা এ কথাও বলে দিয়েছেন, ঈমানী হালতে যেন তোমরা মৃত্যুবরণ কর, সেভাবে চলবে। কেননা ঈমানের সাথে মৃত্যু না হলে সে চরম ব্যর্থ, তার সফলতা সম্ভব নয়।

❋❋❋

[২] মুসনাদে আহমাদ : ২/১৭০

[৩] সূরা বাকারা : ১৩২